since 1993

দিশাবার্তা

ত্রৈমাসিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক,

ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) ১৯৯৩ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ের এবং পিছিয়ে পড়া দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৫৯তম জন্মদিন ১৮ই অক্টোবর দিশা প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যদায় পালিত হয়। ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর ঢাকার ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির ফলে সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষেরা সত্যিই নিদারুন কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশাকরি। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ডলার সংকটের কারণে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সৃষ্টি হয়েছে এক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিশীলতা। যার প্রভাব আমাদের দেশে পড়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ছিল আমাদের বাংলাদেশের ৫২তম মহান বিজয় দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় দিশা প্রধান কার্যালয়সহ শাখা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহদাতবরণকারী সকল শহীদ ও যুদ্ধাহত এবং অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তি সেনানীদের প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা।

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা।

০৯ ডিসেম্বর ২০২৩, ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) এর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা দিশা ট্রেনিং সেন্টার (ডিটিসি), মিরপুর-১২, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দিশা'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে দিশা'র সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ সভা পরিচালনা করেন। সভার শুরুতে তিনি সম্মানিত সকল নির্বাহী ও সাধারণ পরিষদ সদস্য এবং উপস্থিত দিশা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট ও কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। অত:পর তিনি উপস্থাপিত প্রতিবেদনসমূহের ওপর সম্মানিত সদস্যগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ তাঁদের গঠনমূলক ও সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সম্মানিত সদস্য জনাব সন্তোষ চন্দ্র পাল, সৈয়দ ওয়ালিউল ইসলাম, জনাব রেজা মো. গোলাম কবির চৌধুরী, জনাব মো.

ভিতরের পাতায়

২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত- পৃ: ০২

সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP)কম্পোনেন্ট-৩, ৮ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান - পৃ: ০৩

ডিআইএসটি'র শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা -পৃ: ০৩

সফল ব্যবসায়ী লাকমিয়া-পৃ: ০৪

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-পৃ: ০৫

মতলব উত্তর শাখার প্রতিবেদন-পৃ: ০৬

১৮৭ তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত -পৃ: ০৭

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল এর আলোঘর, পল্লবী পরিদর্শন -পৃ: ০৮

রাশিয়া গমনেচ্ছুক সিভিল কনস্ট্রাকশন ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান-পৃ: ০৯

শেখ রাসেল দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন -পৃ: ১০

দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) সংবাদ-পৃ: ১১

শিশু ও শৈশব: ছোট থেকেই যেভাবে আপনার শিশুর আচরণ উন্নয়ন করবেন- পৃ : ১২

ক্যারিয়ার- এই ১৫টি কথা মনে রাখুন, জীবনে অনেক জটিল পরিস্থিতি এড়াতে পারবেন-পৃ: ১৩

মাতৃভূমি মিষ্টি-পৃ: ১৪

দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি)-পৃ: ১৫

গোলাম মোস্তফা, জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি ও জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনসমূহ উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের জন্য ১০৮৭.৭৬ কোটি টাকার বাজেট পাশ করা হয়।

সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী অদ্যকার সভার আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর সম্মানিত সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রাণবন্ত ও গঠনমূলক আলোচনা এবং তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাপতি জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী অদ্যকার সভায় যে সকল সদস্যগণ উন্মুক্ত আলোচনা করেছেন এবং যারা প্রতিষ্ঠানের দূর্বল দিক তুলে ধরেছেন তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন- এ ধরনের উন্মুক্ত আলোচনা প্রতিষ্ঠানের দূর্বল দিকসমূহের অবসান ঘটাবে এবং ফলশ্রুতিতে সংস্থা উন্নতি ও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সভার

২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সকলের সুস্থতা কামনা করে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP) কম্পোনেন্ট-৩, ৮ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ২২ অক্টোবর ২০২৩, দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (DIST)তে SDF এর সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP) কম্পোনেন্ট-৩, ৮ম ব্যাচের ৭টি ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান অধ্যক্ষ, ডিআইএসটি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন পরিচালক, (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), দিশা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, কো-অর্ডিনেটর (প্রশাসন); জনাব গৌতম বিশ্বাস, কো-অডিনেটর, (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন)। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআইএসটি'র সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। ৭টি ট্রেডের মোট ১৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিআইএসটি'র উপাধ্যক্ষ, জনাব মো. হামিদুল হক। তিনি ডিআইএসটি'র সাফল্য তুলে ধরে সংখ্যাগত অর্জন পেশ করেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে প্রশিক্ষণার্থীদের সাফল্য কামনা করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ (ডিআইএসটি) এবং জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), দিশা।

এসডিএফ ৮ম ব্যাচের আরপিএল অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশ-গ্রহণকারী	কমপিটেন্ট	কমপিটেন্ট হয়নি	কমপিটেন্সির হার
রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং	৩৪	৩৪	২৮	৬	৮২%
ইলেকট্রিক্যল ইনস্টলেশন এ্যান্ড মেইনটেনেন্স	৩৬	৩৬	৩৫	১	৯৭%
মোটরসাইকেল সার্ভিসিং	১১	১১	১০	১	৯১%
সুইং মেশিন অপারেশন	২২	২২	১৮	৪	৮৩%
মেকানিক্যাল ফিটিং	১৮	১৮	১৬	২	৮৯%
প্লাম্বিং	১৫	১৫	১৪	১	৯৩%
কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স	১১	১১	১১	-	১০০%
মোট	১৪৭	১৪৭	১৩২	১৫	৯০%

অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীসহ অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে দেশের জন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অতিথিবৃন্দ বলেন, কোন দেশের যুব সমাজ হলো দেশের মূল সম্পদ। তাদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই উন্নত দেশ গড়া সম্ভব হবে। তাই কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আপনাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। পিছনের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকানো, উন্নত জীবন গড়ার বড় স্বপ্ন দেখা। পরিশ্রম করলে একদিন সাফল্যের দেখা পাবেন। আমাদের প্রচুর জনশক্তি আছে কিন্তু জনসম্পদ নেই। দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করার লক্ষ্যেই ডিআইএসটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের বেকার যুব সমাজকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য এসডিএফ এর এ প্রকল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে বক্তাগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সবকিছুই ছোট থেকে শুরু করতে হয়। সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে একদিন বিশাল আকার ধারণ করে। সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করলে সাফল্য একদিন আসবেই।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক : মো. আব্দুল কাইয়ুম

এসডিএফ প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাচভিত্তিক আরপিএল এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য				জব প্লেসমেন্ট
ব্যাচ নং	আরপিএল অ্যাসেসমেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী	কমপিটেন্ট	কমপিটেন্টের হার	
১ম ব্যাচ	৫৬	৩৭	৬৬%	৯৫%
২য় ব্যাচ	১২০	৭৬	৬৩%	৯১%
৩য় ব্যাচ	১২১	৯৩	৭৭%	৯২%
৪র্থ ব্যাচ	২৩৬	১৬৯	৭২%	৯০%
৫ম ব্যাচ	২৭৩	২৩৭	৮৭%	৮৮%
৬ষ্ঠ ব্যাচ	২৪	১৯	৭৯%	৯১%
৭ম ব্যাচ	২৭	১৯	৭০%	৮১%
৮ম ব্যাচ	১৪৭	১৩২	৯০%	৭৩%
মোট :	**১০০৪**	**৭৮২**	**৭৮%**	--

সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের একাংশ

ডিআইএসটি'র শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা সম্পন্ন

১০ অক্টোবর ২০২৩, দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (DIST) প্রশিক্ষাণার্থীদের নিয়ে The UAE-Bangladesh Investment Company Limited (UBICO) কর্তৃক আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক এক দিনের কর্মশালা দিশা ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিপাদ্য ছিল ''প্রবাসী আয় বৈধ পথে প্রেরণ করি, সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ি''। কর্মশালায় ডিআইএসটি'র ১৭৪ জন প্রশিক্ষাণার্থীসহ প্রশিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম এম মোস্তফা বিল্লাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (UBICO), প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী (দিশা)। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, (DIST) ও জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধক্ষ্য (DIST)।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি জনাব মো. সহিদ উল্লাহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ছোটবেলা থেকে সাক্ষরতা বলতে শুনেছি নিজ মাতৃভাষা পড়তে এবং লিখতে পারা। সেই সুত্রে Financial Literacy বা আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়টি আমার কাছে মনে হচ্ছে টাকা-পয়সা গুনতে পারা ও ভালোভাবে তা সংরক্ষণ করতে পারা, বিষয়টি পাঠ্য-পুস্তকেও সংযুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক Financial Literacyতে

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা

সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিয়ে সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রচারণা চালাতে নির্দেশনা দিয়েছে অতএব বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কর্মশালায় Financial Literacy Awareness Building বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আমিনুল হক, প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা (UBICO)। তিনি আর্থিক পরিকল্পনা বিষয়ে অর্থ খরচ করার পদ্ধতি, অর্থ জমানোর পরিকল্পনা, দক্ষতার সাথে কার্যকরভাবে অর্থ খরচ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক

সফল ব্যবসায়ী লাক মিয়া

মেঘনা, কুমিল্লা : সকাল বেলা স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর কয়েকটি শিশু মাঠে ঝগড়া করছিল। এক সময় ঝগড়া রূপ নেয় মারামারিতে। এক পর্যায়ে একজনের প্যান্ট ছিড়ে যায়। অগত্যা সবাই মিলে যায় টেইলারের কাছে। কিন্তু বিধিবাম কারো কাছে নেই কানাকড়িও। বিনা পয়সার কাজটা অনেক সময় নিয়ে টেইলর মহাশয় সারাদিন তাদের বসিয়ে রেখে কাজটি করে দেন। আর বলেন কাজটি শেখা থাকলে এতক্ষণ বসে থাকতে হতো না। কেউ কাজ শিখবে কিনা, তখন একটি ছেলে খুশি মনে রাজি হয়ে যায় স্কুলের পাশে দোকান হওয়াতে। দর্জির কাজ শিখতে আগ্রহী ছেলেটি আজ কুমিল্লার মেঘনার মানিকারচর বাজারের মধ্য বয়সি সফল কাপড় ব্যবসায়ী মো. লাক মিয়া। মানিকারচর বাজারের ১০৫ ফুট বাই ১০ ফুটের বড় দোকানটিতে ক্রেতার কোন কমতি নেই। একপাশে পুরুষদের ও মেয়েদের কাপড় বিক্রি হচ্ছে আর অন্য পাশে ১০ জন ব্যস্ত কারিগর সেলাইয়ের কাজ করছে।

খুব বেশি লেখাপড়া না জানা লাক মিয়ার পথচলা মসৃণ ছিল না। ছোট বেলায় আর্থিক অনটনে পড়ে সংসারের হাল ধরতে হয় বিভিন্ন দোকানে দর্জির কাজ করে। ভাগ্যের অন্বেষণে পাড়ি জমাতে হয় সৌদি আরবেও। সেখানে বাঙালি ও ভারতীয়দের কাপড় বানাতেন। ৭ বছর সেখানে থাকার পর দেশে ফিরে আসেন। সম্বল মাত্র ৭০ হাজার টাকা। সেখান থেকে ৫ হাজার টাকায় একটি ছোট দোকানে অগ্রিম দিয়ে ৩০ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে ১.৫ লক্ষ টাকার পণ্য আনেন ইসলামপুর থেকে। সেই সময় ইবনে সিনার এক অনুষ্ঠানের জন্য একটি অর্ডার পান সেখান থেকে বড় অংকের আয় হয় যা তার ব্যবসার পালে হাওয়া লাগায় আর তিনি স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। এরপর পুঁজি নিয়ে আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একটি দোকান নেন আম্বিয়া মার্কেটে ২০১৯ সালের শেষের দিকে। একটু ভিতরের দিকে হওয়াতে আম্বিয়া মার্কেটের দোকানটি ভাড়া দিয়ে দেন ২০২০ সালে। পরে মানিকারচর বাজারে বড় দোকানটি ভাড়া নেন আর পাশে রাখেন কারখানা। যেখানে ছেলেদের প্যান্ট পিস ৬০০-৫০০০ টাকা, শার্ট পিস ২২০ - ৪০০০ টাকা, ব্লেজার ৮০০০- ৩৫০০০ টাকার পাশাপাশি মেয়েদের ওড়না হিজাব সেটের সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। আলিবাগ মাদ্রাসা, মানিকরচর স্কুল, বঙ্গবন্ধু কলেজ, কান্দারগাঁয়ের মুজাফ্ফর আলী কলেজের মোটামুটি সমস্ত ড্রেস এখান থেকে বানান হয়। ঈদ ও পূজা পার্বণে বিক্রি বেড়ে যায়। গড়ে ৭০/৮০ হাজার টাকা প্রতি মাসে আয় হয়। দিশা ১০ অক্টোবর ২০১৫ সাল থেকে এই এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান দোকান নেয়ার সময় দোকান সাজানো ও মাল কেনার জন্য অনেক নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। দিশা মেঘনা শাখায় যোগাযোগ করে তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং মানিকারচর বাজার কর্মজীবি পুরুষ সমিতির সদস্য হন লাক মিয়া। দিশা থেকেই ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ২০২০ সালে শেষে এবং এরপর আরো দেড় লক্ষ টাকা ২য় মেয়াদে ঋণ পান। সপ্তাহে শোধ হয় বিধায় চাপটা কম থাকে। ব্যবসার আজ এ অবস্থানে আসার পিছনে দিশার অবদানের কথা স্বীকার করেন। তিনি অনুরোধ করেন ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হলে বড় ব্যবসায়ীরা উপকৃত হতো। মানিকারচর ভাড়া থাকেন স্ত্রী সোমাইয়া আকতার ও ২ সন্তান নিয়ে। বাড়ী বেশ ভিতরে চন্দরপুর। সেখানে ১ কানি (৩৯ শতাংশ) জমি রয়েছে। বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা থেকে শুরু করে অনেকেই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির জন্য তার কাছে আসে। আগে যেখানে সেলাইয়ের কাজ নিজে করতেন কিন্তু নানাবিধ ব্যস্ততায় এখন আর হয়ে উঠে না। তবে কাপড়ের মাপটা তিনি নিজে নেন। নতুন কেউ আসলে সেলাইয়ের কাজ শেখান আন্তরিকতার সাথে। ভবিষ্যতে খুচরার পাশাপাশি পাইকারী বিক্রি করার ইচ্ছে আছে। সন্তানদের পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করতে চান। বর্তমানে কাপড়ের দোকানের ৩ জন কর্মচারী এবং ১০ জন দর্জি ১৫টি সেলাই মেশিনে কাজ করে লাক মিয়ার স্বপ্নকে সামনে ধাবিত করছে। তাকে সহায়তা করার জন্য তিনি দিশা মেঘনা শাখার সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদক : মোহাম্মদ আরিফুর রহমান

চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী

দিশা ২০১২ সাল হতে নিরাপত্তা ও কল্যাণ তহবিল থেকে জটিল, দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং মারাত্মক দূর্ঘটনায় আহত সংস্থার ঋণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত সদস্য অথবা তাদের স্বামী /স্ত্রীদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে আসছে।

বড়বাড়ী শাখার সদস্য মোসা. হাজেরা খাতুন, সদস্য নং ০২, তিলারগতি কর্মজীবী মহিলা সমিতি ০৪০। জরায়ু টিউমার জনিত রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসক হাজেরা খাতুনকে দ্রুত অপারেশনের পরামর্শ দেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সদস্য হাজেরা খাতুন চিকিৎসা গ্রহণ শুরু করেন। অপারেশনের ব্যয় বহন হাজেরা খাতুনের পরিবারের জন্য ছিল কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় সদস্য মোসা. হাজেরা খাতুন বড়বাড়ী শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করেন। শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মো. বাবলু মিয়া তাকে চিকিৎসা সহায়তার জন্য আবেদন করার পরামর্শ দেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা ব্যবস্থাপকসহ সকলের সুপারিশে হাজেরা খাতুনকে চিকিৎসার জন্য এককালীন ৫০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে মোট ৭ জনকে ৩৩,০০০ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সদস্য মোসা. হাজেরা খাতুন এর হাতে চিকিৎসা সহায়তা তুলে দেন এলাকা ব্যবস্থাপক মো. সাইফুল ইসলাম ও বড়বাড়ী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মো. বাবলু মিয়া ।

প্রতিবেদক : রিফাত আহমেদ

দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

এক নজরে দিশার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দিশার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক এবং নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ১৯টি জেলা-কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, ফেনী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও হবিগঞ্জ এর ১০১টি উপজেলায় ১০২টি শাখার মাধ্যমে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ ও সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দিশা'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিতরণকৃত ঋণের তথ্য

ঋণের খাতসমূহ	ঋণ বিতরণ (কোটি)	ঋণী সংখ্যা		
		নারী সদস্য	পুরুষ সদস্য	মোট
জাগরণ	৫৪.০৫	১০৮২৬ জন	৩৬৪ জন	১১১৯০ জন
অগ্রসর	৬৪.০৩	৫০৬২ জন	৪০২ জন	৫৪৬৪ জন
বুনিয়াদ	০.৬১	৩২৩ জন	২৩ জন	৩৪৬ জন
সুফলন	২.৩৫	২৯৫ জন	০২ জন	২৯৭ জন
ওয়াটার ক্রেডিট এডপসন	৩.৪৩	৮৬৯ জন	২০ জন	৮৮৯ জন
সর্বমোট	১২৪.৪৭	১৭৩৭৫ জন	৮১১ জন	১৮১৮৬ জন

প্রতিবেদক : মো. খায়রুল ইসলাম

দিশা'য় সফল ক্যারিয়ার

আমি মো. কামাল হোসেন ভূঁইয়া (আইডি নং-২৯৭) ৩ এপ্রিল ২০১০ এ দিশা কুয়া-০৮ শাখায় ক্রেডিট অফিসার হিসেবে যোগদান করি। ০৩ এপ্রিল ২০১০ হতে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রেডিট অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ হতে সালে ফেনী সদর শাখায়, শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি এবং পরবর্তীতে মির্জাপুর-৬২ এবং বন্দর-২৪ শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করি। ১৭ জুন ২০২৩ হতে দিশা প্রধান কার্যালয়ে প্রোগ্রাম অফিসার (ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম) হিসেবে কর্মরত আছি।

দিশা'য় যোগদান হতে অদ্যাবধি আন্তরিকতার সাথে সকল দায়িত্ব পালন করছি এবং অন্যকেও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করছি। আমি মনে করি দিশার নীতিমালা কর্মীবান্ধব ও স্টাফদের সুযোগ সুবিধা অনেক ভালো। ঋণদান কর্মসূচী ছাড়াও সদস্য সন্তানদের বিনামূল্যে আটটি ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এখানে ঊর্ধ্বতনদের ব্যবহার অত্যন্ত আন্তরিক। দিশায় কাজ করে আমি গর্বিত এবং দিশা'র সাফল্য কামনা করছি।

since 1993
দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

শাখা প্রোফাইল : মতলব উত্তর | শাখা কোড : ২১

১৯৯৩ সালে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রত্যয়ে গ্রামীণ অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান নির্বাহী মো. সহিদ উল্লাহর উদ্যোগে ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায়ক্রমে কুমিল্লা জেলার বরকইট, চান্দিনা, বরুড়া, পয়ালগাছা, দেবিদ্বার, কালাকুয়া শাখার সফলতা সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং পরবর্তীতে ৯ জুলাই ২০১১ দিশার ২১তম শাখা হিসেবে মতলব উত্তর শাখা, উপজেলা মতলব উত্তর, চাঁদপুর জেলায় শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে কর্মরত শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মতলব উত্তর শাখা | উপজেলা : মতলব উত্তর | জেলা : চাঁদপুর

ক্রম. নং	শাখার বর্তমান কর্মকর্তাবৃন্দের নাম	আইডি নং	পদবি
১	আব্দুল্লাহ আল মামুন	২০৪৫	শাখা ব্যবস্থাপক
২	মো. আকবর আলী	৩৯১৪	হিসাবরক্ষক
৩	মো. হাসনাইন	৪০৫৮	ক্রেডিট অফিসার
৪	মো. মাছুম বিল্লাহ	৪৫২০	ক্রেডিট অফিসার
৫	মো. হাছান ইকবাল	৪৯৮৭	ক্রেডিট অফিসার
৬	মো. ইমরান	৫০৮১	ক্রেডিট অফিসার
৭	মো. সুমন মিয়া	৫০৯১	বার্তাবাহক

একনজরে মতলব উত্তর শাখার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সদস্য সংখ্যা
১৫০৪ জন
নারী সদস্য - ১৪২৭ জন
পুরুষ সদস্য - ৭৭ জন

সমিতি সংখ্যা
৮৩টি

সঞ্চয়স্থিতি
৳ ২,৭১,৮৯,৭৬১

ঋণস্থিতি
৳ ৩,৪০,৮৭,৮৫৫

ঋণের খাতসমূহ

জাগরণ
ঋণী সংখ্যা : ৩৮৮ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ৯৩,৮২,৯০৮

অগ্রসর
ঋণী সংখ্যা : ২৭০ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ১,৭৩,৪৪,৫৩৬

বুনিয়াদ
ঋণী সংখ্যা : ২৬ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ৩,৮০,০৪৩

ওয়াটার ক্রেডিট
ঋণী সংখ্যা : ২৪৭ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ৬৬,০৬,২১৫

প্রতিবেদক : মতলব উত্তর, শাখা ব্যবস্থাপক

since 1993
দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

দিশা'র ১৮৭ তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত

২১ অক্টোবর ২০২৩ দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) তে সংস্থার ১৮৭ তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ কাজী নজরুল ইসলাম এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জনাব কাজী মাসুদ আবদুল কাদের, মিসেস সালমা বেগম, মিসেস শিরিন সুলতানা ও জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। সভায় দিশা'র সকল প্রকল্পের প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- বিগত ১২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৮৬ নং সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
- সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- সংস্থার চলমান প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৮৭ তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা

- সংস্থার ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ এর তারিখ নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- সংস্থার নামে ব্যাংক হিসাব খোলা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

নিজস্ব প্রতিবেদক

শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের জন্মদিন পালন উপলক্ষে দিশা প্রধান কার্যালয়, ঢাকাতে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল "শেখ রাসেল দীপ্তময়, নির্ভীক নির্মল দূর্জয়"। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন)। সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব রুহুল বারী, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (অর্থ ও হিসাব); জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, (DIST); জনাব মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটর (প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলাপমেন্ট); জনাব গৌতম বিশ্বাস, কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন); জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, কো-অর্ডিনেটর (প্রশাসন); জনাব এজিএম বদরুজামান, (পরামর্শক) এবং আলোঘর, ডিআইএসটি ও মাতৃভূমি ফ্যাশন, ইন্টার্ন সহ দিশা'র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

দিশা প্রধান কার্যালয়ে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

সভায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন); জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, (DIST); জনাব মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটর (প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলাপমেন্ট); জনাব গৌতম বিশ্বাস, কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন); জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, কো-অর্ডিনেটর (প্রশাসন); জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ, (DIST); জনাব এজিএম বদরুজামান (পরামর্শক); জনাব আবু মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, ব্যবস্থাপক (প্রকিউরমেন্ট) এবং জনাব তাসমিয়া মেহজাবিন (ইন্টার্ন)। কর্মকর্তাবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

শেখ রাসেল ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে, ঢাকা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তার পরিবারের অন্যান্যদের সাথে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সে সময় শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। সভায় বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। দোয়া শেষে সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি করেন।

এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে দিশা প্রধান কার্যালয়ে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, অসচ্ছলদের মাঝে খাবার বিতরণ এবং চান্দিনা ও পল্লবী আলোঘর কার্যক্রমে শিশু-কিশোরদের জন্য কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে বই প্রদান করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক

দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
since 1993
১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল এর আলোঘর, পল্লবী পরিদর্শন

গত ১৫ অক্টোবর ২০২৩, "সহজ কথায় অর্থনীতি" বইয়ের লেখক ও নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ জনাব বিরূপাক্ষ পাল দিশা পরিচালিত সামাজিক উদ্যোগ আলোঘর (জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র) পল্লবী পরিদর্শন করেন। তিনি পাঠকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। তিনি পাঠকদের ইংরেজী ভাষার প্রতি দক্ষতা বাড়ানো ও সাধারণ জ্ঞান বাড়ানোর পরামর্শ দেন। আলোঘর পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, (দিশা); জনাব মো. রাকিবুল হাসান, ব্যবস্থাপক (আলোঘর) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও তিনি দিশা'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবৃত্তি, আলোঘর প্রকাশনা, আলোঘর নার্সারি ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হন। অত:পর তিনি দিশা ট্রেনিং সেন্টার (DTC), মাতৃভূমি ফ্যাশন, দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (DIST) পরিদর্শন করেন এবং এ সকল কার্যক্রমের উদ্যোক্তা দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা মো. সহিদ উল্লাহ্'র ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আলোঘর পরিদর্শন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল (বাঁয়ে), জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা এবং আলোঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বুরো বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের আলোঘর পরিদর্শন

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩, দিশা পরিচালিত সামাজিক উদ্যোগ আলোঘর-জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন বুরো বাংলাদেশ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. ইউসুফ খান। তিনি আলোঘরের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে অবগত হয়ে এর প্রশংসা করে বলেন– বাংলাদেশের কোন বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন বয়সের পাঠকদের সাথে মত বিনিময় করেন। আলোঘর গ্রন্থাগারগুলো বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। তিনি আলোঘর প্রকাশনার সাফল্য কামনা করেন এবং এ ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য দিশার প্রধান নির্বাহী ও আলোঘর প্রকাশনার সংগঠক জনাব মো. সহিদ উল্লাহ'র ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, দিশা; জনাব মো. ফখরুল ইসলাম, ডিজাইনার, আলোঘর প্রকাশনা এবং আলোঘর পল্লবী'র কর্মীবৃন্দ।

আলোঘর পরিদর্শন করেন ড. ইউসুফ খান, চেয়ারম্যান, বুরো বাংলাদেশ ।

প্রতিবেদক : মো. ফখরুল ইসলাম

আলোঘর প্রকাশনা কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বইমেলা

২৫ ও ২৬ নভেম্বর ২০২৩ রাওয়া ক্লাব, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকায় দুইদিন ব্যাপি বইমেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলা'র উদ্বোধন করেন ড. এ.এস.এম মাকসুদ কামাল, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আরো উপস্থিতি ছিলেন লে. জেনারেল আনোয়ার হোসেন (অবঃ) চেয়ারম্যান, রাওয়া ক্লাব। ড. বিরূপাক্ষ পাল লিখিত ও আলোঘর প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত "সহজ কথার অর্থনীতি" বইসহ প্রায় তিনশত বই মেলায় স্থান পায়। উক্ত মেলায় প্রায় ৬০টি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

আলোঘর প্রকাশনার ভ্রাম্যমাণ বইমেলা পরিদর্শন করেন ড. এ.এস.এম মাকসুদ কামাল, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক

since 1993
দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

রাশিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে মডিউলার কোর্স

ট্রেডের নাম : সিভিল কনস্ট্রাকশন (প্লাম্বিং, ম্যাসনারি এবং স্টিল ফিকচার ও রড বাইন্ডিং)
কোর্সের মেয়াদ : ১১ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত

Human Resource Worldwide (HRW) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সিভিল কনস্ট্রাকশন ট্রেডে মোট ৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রাশিয়া গমনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। তারা সকলেই কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য রাশিয়া যাবেন। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য রাশিয়াতে ব্যাপক লোকবলের চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের বেকার যুব সমাজ এই সুযোগ গ্রহণ করে লাভবান হতে পারেন এবং দেশের রেমিটেন্স বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। রাশিয়াতে কনস্ট্রাকশন কাজের মাসিক আয় জনপ্রতি প্রায় ৬০,০০০ টাকা। উক্ত ট্রেডে আগামী জানুয়ারি ২০২৪ মাসে পরবর্তী ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি চলছে।

প্রতিবেদক: শেখ আব্দুল কাইয়ুম

রাশিয়া গমনেচ্ছুক সিভিল কনস্ট্রাকশন ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৩, ডিআইএসটিতে রাশিয়া গমনেচ্ছুক সিভিল কনস্ট্রাকশন ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন Human Resource Worldwide Recruiter Limited (HRWRL) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব এ.এস.এম. জুলফিকার আলী। এছাড়াও ডিআইএসটি'র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ, জনাব সঞ্জয় কুমার দে, ম্যানেজার (প্রশিক্ষণ) এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ১১ নভেম্বর ২০২৩ হতে ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত Human Resource Worldwide Recruiter Limited এর তত্ত্বাবধানে ডিআইএসটি'র Civil Construction Trade (Plumbing, Masonry and Steel Fixer/Rod Binding) এবং রাশিয়ান ভাষার উপর ৬ (ছয়) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারা সকলেই সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। উক্ত প্রশিক্ষণার্থীরা আগামী দুই মাসের মধ্যে কনস্ট্রাকশন কাজে রাশিয়া গমন করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ রাশিয়াতে তাদের কাজের সাফল্য কামনা করে বক্তব্যে বলেন- তাদের কাজের সফলতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে পরবর্তী ব্যাচের প্রশিক্ষণ, রাশিয়া গমনের সুযোগ এবং সেই সাথে দেশের সুনাম। তাই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অত্যন্ত মনোযোগ, পরিশ্রম এবং সততার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য সদা সচেষ্ট থাকার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়াও রাশিয়ার ভৌগলিক অবস্থান, আয়তন এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেওয়া হয়। পরিশেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয় এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কনস্ট্রাকশন ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ গ্রহন

প্রতিবেদক : মো. আব্দুল কাইয়ুম

since 1993

দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

আলোঘর প্রকাশনার নতুন বই

‘সহজ কথায় অর্থনীতি’

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

গত ১৬ অক্টোবর ২০২৩, আলোঘর প্রকাশনা হতে প্রকাশিত নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক জনাব বিরূপাক্ষ পাল এর “সহজ কথায় অর্থনীতি” বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান হলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা'র সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম এ মান্নান, এমপি, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সেলিম জাহান, সাবেক পরিচালক, জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন কর্মসূচী ও সাবেক অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব ড. আতিউর রহমান, প্রফেসর, ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুস সামাদ ফারুক, চেয়ারম্যান, সোশ্যাল ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF) ও অবসরপ্রাপ্ত সাবেক সিনিয়র সচিব; জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী (দিশা); জনাব মো. রাকিবুল হাসান, ব্যবস্থাপক (আলোঘর) ও দিশা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। তাঁরা তাদের বক্তব্যে বলেন বইটিতে মৌলিক অর্থনীতি, বাজারের শ্রেণীবিভাগ, পণ্য বাজার, শ্রম অর্থনীতি, উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং আর্থিক অর্থনীতি সম্পর্কে ১০টি অধ্যায় রয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ও লেখক বিরূপাক্ষ পাল বলেন, আমি সমাজ এবং জাতির অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ মুক্ত-বাজার অর্থনীতিকে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি।

গত ১৬ অক্টোবর-২০২৩, সোমবার রাজধানীর বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পালের লেখা ‘সহজ কথায় অর্থনীতি’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আলোঘর প্রকাশনার স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- জনাব এম এ মান্নান, এমপি, পরিকল্পনামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি জনাব ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক সিনিয়র সচিব (অব.) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুস সামাদ ফারুক এবং লেখক বিরূপাক্ষ পাল (সর্ব ডানে)।

বইটির **বিক্রয় মূল্যঃ ১৯০** টাকা।

যোগাযোগ

ই/৭, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১.৫, ঢাকা মোবাইল :০১৭৬১-৪৯২৫৬৪	কনকর্ড টাওয়ার, কাঁটাবন বেসমেন্ট, ঢাকা মোবাইল : ০১৭০৯-৩৮৯০৭৪
৪৬০, জাহানারা কুটির, ধর্মপুর, পশ্চিম চৌমুহনী, আদর্শ সদর, কুমিল্লা মোবাইল: ০১৭০১-২৬১১০৪	৭০/৪, সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকা ১ম ফেজ, খুলনা। মোবাইল: ০১৭০১-২৬১১০৫
১৯১, দাশপুকুর, রাজপাড়া রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী মোবাইল: ০১৭০১-২৬১১০৬	৭৬/৮, বাঘমারা ব্রাহ্মপল্লী রোড, ময়মনসিংহ মোবাইল: ০১৭০১-২৬১০৯০

আলোঘরের বই কিনতে অনলাইনে ভিজিট করুন www.rokomari.com/aloghar
aloprokashana@aloghar.org

ইন্টার্নশিপ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রশংসাপত্র বিতরণ

প্রতি বছরের ন্যায় দিশা'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপ এর সুযোগ প্রদান করা হয়েছিল। তারই প্রেক্ষিতে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস (বিইউপি) থেকে ১১ জন, যারা সবাই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন গবেষণা বিভাগের স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষে শিক্ষার্থী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ জন শিক্ষার্থী, যিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্নাতক সম্মান শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। তারা সবাই দিশা'র বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তিন মাস মেয়াদি ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করেছেন এবং একটি স্বেচ্ছসেবী সংস্থা হিসেবে কর্মরত দিশা'র বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভসহ স্ব স্ব কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করেছেনে, যা তাদের পরবর্তী কর্মজীবনে অবদান রাখতে পারবে। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ দিশা ট্রেনিং সেন্টার (ডিটিসি), এ উপলক্ষে দিশা ব্যবস্থাপনা ইন্টার্নশীপ সম্পন্নকারীদের প্রশংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১২ জন ইন্টার্নশীপ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের অভিমত, শিক্ষণীয় বিষয়, বিভিন্ন সুপারভাইজারদের সহযোগিতা, দিশা'র কর্মপরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেন এবং এই সুযোগ প্রদানের জন্য দিশা ব্যবস্থাপনার ভূয়শী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য প্রদান করেন ইন্টার্নশীপ কার্যক্রমের সমন্বয়কারী জনাব গৌতম বিশ্বাস, কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন), জনাব সঞ্জয় কুমার দে, ম্যানেজার (প্রশিক্ষণ), ডিআইএসটি, মোঃ তৌহিদুল বারী জাকির, ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) এবং মোঃ মাসিউর হোসেন, রিসার্চ অফিসার, দিশা। অত:পর ইন্টার্নদের মাঝে দিশা'র প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ্'র স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়। পরিশেষে জনাব গৌতম বিশ্বাস, সকলকে ধন্যবাদ ও সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সাফল্য কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইন্টার্নশিপ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ।

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইন্টার্নশিপ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের তালিকা

ক্রম	নাম	শ্রেণি	বিভাগ	বিশ্ববিদ্যালয়	ইন্টার্নশীপ সময়কাল
০১	আব্দুল হাদী রাফি	স্নাতক (সম্মান)	দূযোর্গ ব্যবস্থাপনা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০১ আগস্ট-৩১ অক্টোবর ২০২৩
০২	শামিউর রহমান ফাহিম	স্নাতকোত্তর	উন্নয়ন অধ্যায়ন	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশানাল (বিইউপি)	১৬ আগস্ট-১৫ নভেম্বর ২০২৩
০৩	ফারিবা হোসেন ইন্তি	ঐ	ঐ		ঐ
০৪	জান্নাতুল কোবরা প্রিয়া	ঐ	ঐ		ঐ
০৫	নূর-ই-জান্নাত আঁখি	ঐ	ঐ		ঐ
০৬	রবিন দেওয়ান	ঐ	ঐ		ঐ
০৭	রেদোয়ানা নওরোজ তনিমা	ঐ	ঐ		ঐ
০৮	তাসমিয়া মেহজাবিন	ঐ	ঐ		সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২৩
০৯	সায়মা ফেরদৌস	ঐ	ঐ		ঐ
১০	মারিয়া আক্তার সারামণি	ঐ	ঐ		ঐ
১১	মো. আরিফুর রহমান তানভীর	ঐ	ঐ		ঐ
১২	সেখ মুশতাক আহমেদ	ঐ	ঐ		ঐ

দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) সংবাদ

দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) দিশা'র একটি সহযোগী সংগঠন। ডিটিসি মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের এবং প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২টি হল/মিটিং/কনফারেন্স রুম এবং ১৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ৪০ জনের আবাসন সুবিধা রয়েছে। অত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সভা আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দিশা ট্রেনিং সেন্টারে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা পরিচালনা করছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে দিশা সহ ১৩ টি সংগঠনের ৪৬ টি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীগুলোতে সর্বমোট ১৫১১ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন, যার মধ্যে ১০৩০ জন পুরুষ এবং ৪৮১ জন নারী।

দিশা'র ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩

ক্রেডিট অফিসারদের মৌলিক প্রশিক্ষণের সেশন পরিচালনা করছেন জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা, দিশা।

সংগঠনভিত্তিক বিবরণ :

ক্রম #	সংস্থা/কোম্পানি/সংগঠন	কর্মসূচী সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			কর্মসূচী শিরোনাম
			পুরুষ	নারী	মোট	
০১	Development Initiative for Social Advancement (DISA)	০২টি	৩৪	১৬	৫০	Savings and Credit Program Management Basic Training (Batch: 152 & 153)
০২	Development Initiative for Social Advancement (DISA)	০১টি	১৭	২	১৯	Executive Committee Meeting
০৩	Development Initiative for Social Advancement (DISA)	০১টি	৪৯	৬	৫৫	29th Annual General Meeting (AGM)
০৪	Matribhumi Fashion	০২টি	১৮	২	২০	Marketing & Future Planning Meeting
০৫	DISA Institute of Science and technology (DIST)	০২টি	১৩৭	২৬	১৬৩	Certificate Distribution Ceremony
০৬	DISA Institute of Science and technology (DIST)	০১টি	২৩৮	১২	২৫০	Student Orientation and Discussion

ক্রম #	সংস্থা/কোম্পানি/সংগঠন	কর্মসূচী সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			কর্মসূচী শিরোনাম
			পুরুষ	নারী	মোট	
০৭	DISA Institute of Science and Technology (DIST)	০১ টি	৭	-	৭	DIST Student Research Project-02
০৮	DISA institute of Science and Technology (DIST)	০১ টি	১১৩	১২	১২৫	Victory Day Celebration
০৯	UBICO	০১ টি	১৪৯	২৫	১৭৪	Financial Literacy Awareness Building Program
১০	Naripokkho	০১টি	০	৩৫	৩৫	Workshop With Service Providers
১১	SERAC Bangladesh	১৮টি	১১৩	২০০	৩১৩	Volunteers orientation on improving SRHR
১২	Breaking The Silence (BTS)	০১টি	৭	৩	১০	Life Skill Development Training
১৩	Breaking The Silence (BTS)	০১টি	১৫	১	১৬	Training on STEM Facilitators
১৪	OBOYOB	০১টি	১৮	১২	৩০	Financial Policy Development
১৫	ACID Survivors Foundation	০১টি	৬	১৮	২৪	Refreshers Course on Gender
১৬	ARK Foundation	০১টি	১৭	৪	২১	Community Solutions to Antimicrobial Resistance-COSTER-Participatory Video Workshop
১৭	Gana Unnayan Kendra (GUK)	০১টি	০	১৭	১৭	ToT on PPE and Others Garment Manufacturing
১৮	PHULKI	০১টি	০	১৫	১৫	Yearly Refresher Training
১৯	PHULKI	০২টি	৯	২২	৩১	Quarterly Annual Review Workshop
২০	PHULKI	০১টি	১৫	১	১৬	Child Rights , Protection And Safeguarding Program
২১	PHULKI	০১টি	৩	২২	২৫	Training for Teachers SMC on STEM
২২	PHULKI	০১টি	১	১৭	১৮	Age Appropriate Refresher Training
২৩	PHULKI	০১টি	১	৭	৮	Positive Discipline in Everyday Parenting
২৪	Red Crescent Ex-Officers' Forum	০১টি	৩২	৩	৩৫	Executive Committee Meeting & Reception of Ex. General Secretary.
২৫	Red crescent Ex. Officers' Forum	০১টি	৩১	৩	৩৪	Annual General Meeting 2023
	সর্বমোট:	**৪৬টি**	**১০৩০**	**৪৮১**	**১৫১১**	

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে ০২ জন কর্মকর্তা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

নাম	পদবী	কোর্সের শিরোনাম	সময়কাল	আয়োজক সংস্থা
মেহেরুন্নেছা সুমনা	প্রোগ্রাম অফিসার (ট্রেনিং)	The Art of Facilitation	২৯-৩১ অক্টোবর ২০২৩	PKSF
মো. মনিরুল ইসলাম	উর্দ্ধতন নির্বাহী, সাপ্লাই চেইন এন্ড ষ্টোর মেনেজমেন্ট, এমডিএফএল	Inventory Control and Effective Store Management	০৮ ডিসেম্বর ২০২৩	BSTD

শিশু ও শৈশব: ছোট থেকেই যেভাবে আপনার শিশুর আচরণ উন্নয়ন করবেন ~

এ কদম ছোটবেলা থেকেই শিশুদের সঠিক আচরণ শেখানো এবং তা তাদের দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করানো মা-বাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি। এই কাজ কিন্তু মোটেও সহজ নয়। তবে শুরু থেকেই কিছু ছোটখাটো টিপস্ কাজে লাগিয়ে এই কঠিন কাজটা সহজ করতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে খুব সাধারণ মনে হলেও শিশুদের আচরণ উন্নয়নে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এমন কয়েকটি টিপস সম্পর্কে জেনে নিন ঃ

১। আপনার শিশুকে তার পরবর্তী কাজ সম্পর্কে আগে থেকে বলুন ধরুন, আপনার বাচ্চা খেলছে তখনই হঠাৎ কিছু না বলেই আপনি তাকে গোসল করাতে নিয়ে গেলেন। এতে কিন্তু সে কান্না করবে, বিরক্ত হবে, মোটকথা তার ভালো নাও লাগতে পারে। কারণ, সে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলোনা যে এখন তাকে গোসল করতে হবে।

সেক্ষেত্রে আপনার জন্য কাজটা যতটা সহজ হওয়ার কথা ছিলো ঠিক ততোটাই কঠিন হয়ে যেতে পারে। তাই শিশুকে তার সারাদিনের কাজগুলোর ব্যাপারে আগে থেকে বলা ভালো। যেমন ধরুন, শিশু এখন খেলছে তাকে আপনি আগে থেকেই বলতে পারেন খেলা শেষে আমরা গোসল করতে যাবো, বা আর ৫ মিনিট খেলো তারপর তোমার গোসল করতে হবে। শিশু গোসল করছে আপনি বলতে পারেন গোসল শেষে ড্রেস পরে আমরা খেতে যাবো। এটা শুধু দৈনন্দিন রুটিনের বিষয়ই নয়, কোথাও বেড়াতে গেলেও আগে থেকে শিশুকে বলা ভালো কোথায় যাচ্ছেন, কাদের বাসায় যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন, ওখানে কে কে থাকবে, কী কী করবেন ইত্যাদি। তাতে শিশুর মস্তিষ্ক পরবর্তী কাজ শুরু করার আগে রেডি হওয়ার সুযোগ পায়। এবং বাচ্চার খাপ খাওয়ানো সহজ হয়। একই বিষয় করতে পারেন আপনাদের বাসায় মেহমান আসার কথা থাকলেও, কে আসবে, কি হবে এসব আগে থেকেই বলতে পারেন। আপনার মনে হতে পারে এসব বললে কি বাচ্চা বুঝবে? অবশ্যই বুঝবে, আমাদের ধারণার থেকে আমাদের শিশুরা সাধারণত বেশি বোঝে।

২। শিশুর পাশে বসে শিশুর চোখে চোখ রেখে

কথা বলুন শিশুরা যেহেতু বড়দের থেকে উচ্চতায় ছোট হয় তাই অনেক সময়ই আমাদের সাথে ওদের একটা গ্যাপ ওরা অনুভব করে। দিনের মধ্যে কয়েকবার হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসে বা পাশে বসে চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন, জড়িয়ে ধরবেন, এটা আপনার শিশুর সবকিছুতে ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে সাহায্য করবে, আপনার প্রতি ওর আস্থা বাড়বে এবং সে খুব নিরাপদ বোধ করবে। এটি শিশুদের সাথে কমিউনিকেট করার একটি চমৎকার এবং কার্যকরী একটি উপায়।

৩। শিশুকে উত্তর দেয়া শেখান আপনি হয়তো আপনার বাচ্চাকে ডাকছেন আর সে কোনো সারাশব্দ না করেই আপনার সামনে এসে দাঁড়ালো। আবার আপনি পড়তে বসতে বললেন বা খেতে বললেন সে কোনো কথা না বলেই সেটা করা শুরু করলো। বেশিরভাগ শিশুদের মধ্যেই এই বিষয়টি খুব দেখা যায়। এইসব কথার বিপরীতে আপনার শিশুকে ছোটবেলা থেকেই "কমান্ড এক্সেপ্টেড" টাইপ উওর দেয়া শেখানো উচিত।

যেমনঃ আপনি ডাকলেন, আপনার শিশু উত্তর দিলো - জি মা/বাবা, ইয়েস মাম্মা/বাবা। আপনি বললেন- হোমওয়ার্ক করে নাও, ঘর গুছিয়ে নাও এক্ষেত্রে ওর উত্তর হতে পারে - ওকে মা বা আচ্ছা মা। এতে আপনার কমান্ড বা আপনার প্রতি একটা শ্রদ্ধা বা আনুগত্য প্রকাশ পায়। তাই ছোট থেকেই কমান্ডের এই রেসপন্স নেয়ার চর্চা করান। শিশুর দেড় থেকে দুই বছর বয়স থেকে এই চর্চা শুরু করলে বেশি কার্যকরী হবে।

৪। শিশুকে নোটিশ বা ওয়ার্নিং দিন শিশুকে মোবাইলে গেইম খেলতে দিয়েছেন বা কার্টুন দেখতে দিয়েছেন, বাইরে খেলতে নিয়ে গেছেন। হঠাৎ করেই তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া বা হঠাৎ করে খেলা বন্ধ করে বাসায় নিয়ে আসবেন না। আগে থেকে শিশুকে ওয়ার্নিং দিন- "আর ৫ মিনিটের মধ্যে তোমার স্ক্রিন টাইম শেষ হবে, আমরা ৫ মিনিট পর বাসায় চলে যাবো।" আবার বাইরে কোথাও বা বাজারে গিয়েছেন কিন্তু শিশু হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত আচরণ বা আবদার শুরু করে দিলো, তখন বলতে পারেন -"৫ মিনিটের মধ্যে তুমি শান্ত না হলে আমরা বাসায় চলে যাবো।" এতে করে শিশু নিজে প্রস্তুত হওয়ার সময় পায় এবং মা-বাবার সাথে কো-অপারেট করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শুরুতে শিশু নাও মানতে পারে তবুও এই চর্চাগুলো করে যান, কিছুদিনের মধ্যেই শিশু বুঝে যাবে।

৫। শিশুকে কাজের জন্য অনুমতি নিতে শেখান ছোটবেলা থেকে শিশুকে শেখাতে হবে তার কোনো কাজ বা কিছুর দরকার হলে সে যেনো মা-বাবার কাছ থেকে অনুমতি নেয়। কোন কিছু কিনতে ইচ্ছে হলে, খেলতে যেতে চাইলে।

যেমন ঃ "মা আমি কি এই খেলনা টা নিতে পারি, মা আমি কি স্কুলের পর আমার বন্ধুর বাসায় যেতে পারি?" যদি এই অনুমতি নেয়ার অভ্যাস আমরা করাতে পারি তাহলে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই ধারণা পেয়ে যায় আমরা মা-বাবারা কী কী বিষয়ে তাদের অনুমতি দেই, আর কীসে কীসে দেই না।

ছোটবেলা থেকেই এই চর্চাটা করলে তারা যখন টিনেজ হবে তখন তাদের হ্যান্ডেল করা তুলনামূলকভাবে কিছুটা সহজ হবে, যেহেতু ততদিনে সে তার মা-বাবার পছন্দ-অপছন্দ, তাদের পারিবারিক কালচার জেনে যায় এবং মা-বাবার কমান্ড ফলো করার একটা অভ্যাসও হয়ে যায়। শুরুতে খুবই ছোটছোট বিষয়গুলোতে চর্চা করান, ধারাবাহিক চর্চায় এটি শিশুর আচরণের অংশ হয়ে যাবে।

সূত্র: ইন্টারনেট

ক্যারিয়ার : এই ১৫টি কথা মনে রাখুন, জীবনে অনেক জটিল পরিস্থিতি এড়াতে পারবেন ~

আশির বেশি বয়সী হাজারো মানুষকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কী। এরপর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপদেশগুলো নিয়ে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানচেস্টারের নিউ হ্যাম্পশায়ার ভিত্তিক অনলাইন গণমাধ্যম ফুললি স্টেকড। চলুন সবচেয়ে কম কথায় জেনে নেওয়া যাক, কী সেই উপদেশগুলো:

১। সম্পদের চেয়ে স্বাস্থ্য বড়। তাই ঘুম আর নিজের মানসিক শান্তি নষ্ট করে অর্থ উপার্জন নয়।
২। সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হলো আত্ম - উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ। আত্ম - উন্নয়নে যত বিনিয়োগ আছে, এর ভেতর সবচেয়ে ভালো হলো শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ।
৩। জরুরি অবস্থার জন্য তহবিল রাখা খুবই জরুরি ।
৪। একাধিক আয়ের উৎস তৈরি করুন।
৫। গুণগত মানের ওপর জোর দিন।
৬। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। আপনি যে রিকশায় করে অফিসে এলেন, সময়মতো নিরাপদে কর্মস্থলে নিয়ে আসার জন্য ভাড়ার সঙ্গে চালককে একটা ধন্যবাদ দিলে কী ক্ষতি! দৈনন্দিন জীবনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অনুশীলন করুন ।
৭। নিজেকে কখনো কোনো অবস্থায় অন্য কারও সঙ্গে তুলনা নয়। এমনি কাউকেই কারও সঙ্গে তুলনা করবেন না। এর মতো বদভ্যাস আর নেই। মনে রাখবেন, প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র। কারও সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। কেবল নিজের সঙ্গে নিজের তুলনা করুন ।
৮। নিজের সুখের চাবিকাঠি যতটা সম্ভব নিজের কাছে রাখুন। নিজের জন্য নিজে যথেষ্ট হোন। অমুকে তমুক করলে আপনি সুখী হবেন, এমন কোনো কথা নেই।
৯। ব্যর্থতা, খারাপ সময়কে সহজ স্বাভাবিকভাবে নিন। পৃথিবীতে কোন মানুষের জীবন কেবল সফলতা বা কেবল সুসময় দিয়ে লেখা হয় না। ভালো, মন্দ উভয়েই জীবনের স্বাভাবিক অংশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটা মনে রাখবেন, 'সত্যরে লও সহজে'।
১০। জীবনে 'কনসিসটেন্সি (সামঞ্জস্য)' খুবই জরুরি। এক দিন অনেক কাজ করলেন, তারপর তিন দিন আর আপনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এভাবে বেশি দূর এগোতে পারবেন না।
১১। কখন থামবেন, এটা জানা খুবই জরুরি । যেকোন কাজ, ব্যবসা, সম্পর্ক-সবকিছুরই একটা শেষ থাকে। কখন থামতে হবে, এটা বুঝতে পারা খুব দরকার।
১২। নিজের 'কমফোর্ট জোন'কে চ্যালেঞ্জ করুন।
১৩। জীবনে সময় খুবই কম। এটাকে কীভাবে ব্যয় করছেন, ভাবুন। সময়ের সদ্ব্যবহার করুন।
১৪। নিজের লক্ষ্যকে ছোট ছোট ভাগ করে আগান।
১৫। মনে রাখবেন, বন্ধুত্বের সম্পর্কও চিরকাল থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও অনেক সময় বদলায় (ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ভাবেই)। মানুষের এই বদলে যাওয়াকে যত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেতে পারবেন, ততই ভালো।

ইন্টারনেট থেকে অনুলিখন: গৌতম বিশ্বাস

অমৃতবাণী :

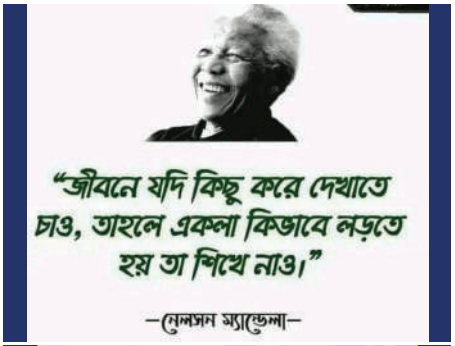

যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম।
এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে
দুঃখ পাইতে হইবে।
অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে
যাইবার মতো
এমন বিড়ম্বনা আর নাই।

~ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

since 1993

মাতৃভূমি® মিষ্টি
যেমন তুষ্টি, তেমন পুষ্টি

DISA পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

অতিথি আপ্যায়ন, বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, পারিবারিক, সামাজিক ও কর্পোরেট অনুষ্ঠানে মিষ্টি, দুধ ও বেকারি পণ্য আকর্ষণীয় প্যাকেটে সরবরাহ করা হয়।

SHOWROOM CONTACT

চান্দিনা, কুমিল্লা ০১৭৬১-৪৯২৫৫৪	চান্দিনা-২, কুমিল্লা ০১৭০৮৪৪৯৮৫৯
রেইসকোর্স, কুমিল্লা ০১৭৬১-৪৯২৫৬২	ইপিজেড রোড, কুমিল্লা ০১৭০৮-৪৪৯৮০১
দাউদকান্দি, কুমিল্লা ০১৭০৮-৪৪৯৮০৪	বনশ্রী, ঢাকা ০১৭০৮-৪৪৯৮০০
বরুড়া, কুমিল্লা ০১৭০৮-৪৪৯৮০২	পল্লবী, মিরপুর ১১.৫, ঢাকা ০১৭৬১-৪৯২৫৬৩

যোগাযোগ করুন ০১৭০৮ ৪৪৯৯৪৮
০১৭৬১ ৪৯২৫৫১

MatribhumiDairy | www.mdflbd.com

দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত, কোড-৫০৮২৭

মাদবর টাওয়ার, প্লট-১১, এভিনিউ - ২, ব্লক - সি, মিরপুর - ১২, ঢাকা - ১২১৬। ■ ভর্তিসংক্রান্ত যোগাযোগ: ০১৭০৮-৪৪৯৯৫০
অধ্যক্ষ: ০১৭০৮-৪৪৯৮৬৭, উপাধ্যক্ষ: ০১৭০৯-৩৮৯০৯৫ ই-মেইল: dist@disabd.org

কারিগরি শিক্ষা নিলে বিশ্বজুড়ে কর্ম মেলে

রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং

কনজুমার ইলেকট্রনিক্স

ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স

মোটরসাইকেল সার্ভিসিং

প্লাম্বিং

মেকানিক্যাল ফিটিং

DISA পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

since 1993

দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

মাতৃভূমি ফ্যাশন কোয়ালিটি ও ফ্যাশনের অনন্য প্রতিষ্ঠান

'মাতৃভূমি ফ্যাশন' এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষকরে দরিদ্র ও বেকার মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাদেরকে পোশাক শিল্পে নিয়োজিতকরা এবং পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক তাঁতিদের আর্থ-সামাজিকউন্নয়নে সহায়তা করা।

আমাদের উৎপাদিত পন্যঃ

মহিলাদের জন্য থ্রী-পিস সেট, ওছানপিস, প্লাজু, প্যান্ট, কটন শাড়ী, হাফসিল্ক শাড়ী, জামদানী শাড়ী, গাউন, শর্ট টপ
পুরুষদের পাঞ্জাবী, পাজামা, ক্যাজুয়াল ও ফরমাল শার্ট।
বাচ্চাদের থ্রী-পিস, টুপিস, ফ্রক, প্লাজু, পাঞ্জাবী, পাজামা, শার্ট।
এছাড়াও জুয়েলারী, হোম ডেকোর এবং ক্রাফটেড আইটেম

- নুর ইসলাম মোল্লা এভিনিউ, নিচ তলা, সুজাতনগর, মিরপুর-১২, ঢাকা
  ০১৭০৮৪৪৯৮৫৭
- শপ নং-২৮, ২৯, ব্লক-সি, লেবেল-২, বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স, পান্থপথ, ঢাকা
  ০১৭০৫৪৩৯৯৯৫
- মাদবর টাওয়ার, প্লট -১১, এ্যাভিনিউ-২, ব্লক- সি, মিরপুর-১২. ঢাকা
  ০১৭০৮৪৪৯৮১৮

Facebook.com/Matribhumifashionbd
www.matribhumifashion.com

DISA পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

দিশাবার্তা

সম্পাদক : মো. সহিদ উল্লাহ
নির্বাহী সম্পাদক : গৌতম বিশ্বাস

সদস্য : রোকনুজ্জামান খান
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
তাহমিনা আক্তার
রিফাত আহমেদ

www.disabd.org

ফোন : +৮৮ ০২ ৫৮০৫২৪১০
মোবাইল : +৮৮০ ১৭৩৩২১৯৯০০
ই-মেইল : info@disabd.org
ঠিকানা : ই/১০, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১½, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।